



ধরা যাক, চিত্রে 'A', 'B', 'C' তিনটি পৃথক কাজ, যার প্রত্যেকটিতেই একাধিক উপাদান প্রয়োজন। এখানে A ও B কাজের ক্ষেত্রে একটি common উপাদান রয়েছে কিন্তু B ও C কাজের মধ্যে এরকম কোনো common (সাধারণ) উপাদান নেই। A ও C এর মধ্যে common উপাদান বেশি রয়েছে (২টি) বলে এদের মধ্যে সহগাঞ্জ বেশি হবে। কিন্তু 'A' ও 'B' কাজের মধ্যে common উপাদান (একটি) কম বলে সহগাঞ্জ কম হবে।

থার্স্টোনের তত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্ব : এই তত্ত্বের শিক্ষাগত ভূমিকা হল—

(i) মানসিক সক্ষমতার বিকাশ (Development of mental capacity) : এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক উপাদানগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীদের মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। যেমন—

- যে শিক্ষার্থীর সংখ্যাাত্মিক বুদ্ধির উপাদান (সক্ষমতা) বেশি তাকে অধিক সংখ্যক গণিতের (task) কাজ দিলে ওই বিষয়ে তার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- যে শিক্ষার্থীর যুক্তি বিচার করণের বৌদ্ধিক উপাদানটি বেশি তাকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানমূলক task দেওয়া যেতে পারে।

(ii) সক্ষমতার পরিমাপ (Assessing talent) : এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা বা বৌদ্ধিক ক্ষমতার পরিমাপ করা সম্ভব। এর সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে সঠিক প্রতিভাকে চিহ্নিত করা সম্ভব।

(iii) শিক্ষাগত কর্মসূচি নির্বাচন (Selection of educational programme) : এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা জেনে তার জন্য উপযোগী শিক্ষাগত কর্মসূচি নির্বাচন করা সম্ভব। যেমন— যে শিক্ষার্থীর ভাষাগত সক্ষমতা বেশি, তাকে ভাষাশিক্ষার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

(iv) বৃত্তিগত নির্দেশনা (Vocational Guidance) : এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা নির্ণয় করে তাকে যথাযথ বৃত্তিগত নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব।

এগুলিই হল থার্স্টোনের বুদ্ধির তত্ত্বের শিক্ষাগত ভূমিকা।